তেল- গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে

Shomokal , 28. 11. 2010

নাজমুল ইমাম

তেল- গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আবারও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এবার শুধু সাগরে নয়, স্থলভাগেরও কয়েকটি ব্লকের দরপত্র আহ্বান করা হবে। ক্রমবর্ধমান গ্যাস সংকট মোকাবেলায় সরকার পুরনো ক্ষেত্রগুলোর ওপর নির্ভর না করে নতুন গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে বের করতে চায়। এ জন্য এখন নতুন উৎপাদন- বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) খসড়া তৈরির কাজ চলছে। আগামী বছরের শুরুতেই পেট্রোবাংলা ' বাংলাদেশ বিডিং ২০১১' নামের এ দরপত্র আহ্বান করতে চায়। এ জন্য ঢাকা ছাড়াও দেশের বাইরে একাধিক রোড শোর আয়োজন করা হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হোসেন মনসুর সমকালকে বলেন, সরকার দ্রুত গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। পুরনো ক্ষেত্রগুলোর মজুদ নতুন করে নিরূপণের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে ত্রিমাত্রিক জরিপ শুরু হয়েছে। সংস্কার করে পুরনো ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। সাগরের দুটি

ব্লকের জন্য পিএসসি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় পেট্রোবাংলা। বিগত তত্ত্বাবধায়ক ও জোট সরকারের সময়ে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাছাড়া হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার কারণে স্থলভাগে দীর্ঘ প্রায় এক দশক পিএসসির অধীনে তেল- গ্যাস অনুসন্ধান চালানো যায়নি। বর্তমান সরকার বাপেক্সকে শক্তিশালী করতে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। বাপেক্সের জন্য কয়েকটি ব্লক রেখে স্থলভাগের কয়েকটিসহ সাগরের আরও কয়েকটি ব্লকে তেল- গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আগামী বছরের শুরুতে দরপত্র আহ্বান করা হবে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, দ্রুততম সময়ে সংকট মোকাবেলায় নতুন গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য ফেলে রাখা ব্লকগুলোতে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার বিকল্প নেই। তবে কোনোভাবেই পিএসসির মাধ্যমে ব্লকগুলো বিদেশি কোম্পানির কাছে তুলে দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধানকারী কোম্পানি বাপেক্সকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। বাপেক্সের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব না হলে পেট্রোবাংলার অধীন

কোম্পানিগুলো দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নিয়োগ করে অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম করতে পারে। এতে দ্রুততম সময়ে গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করা যাবে। ফলে কম খরচে গ্যাস উৎপাদন করা যাবে। তবে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়াতে আগে ত্রিমাত্রিক (থ্রি- ডি) জরিপ করা যেতে পারে। বাপেক্সসহ পেট্রোবাংলার অধীন কোম্পানিগুলোকে টিকিয়ে রাখতে তাদের উৎপাদিত গ্যাসের দাম বাড়াতে হবে। উৎপাদন খরচের সঙ্গে ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ ধরে এ মূল্য নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত বলে তিনি মনে করেন।

৫০ শতাংশের বেশি উৎপাদন করছে আইওসি : এখন দেশে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২০০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে আইওসিগুলো ৫টি ক্ষেত্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১০৪ কোটি ঘনফুট থাকলেও এখন সেগুলোতে উৎপাদন হয় প্রায় ৯৫ কোটি ঘনফুট। সব মিলিয়ে উৎপাদন হয় ১৮৭ কোটি ঘনফুট, যা মোট উৎপাদিত গ্যাসের ৫০ শতাংশের বেশি। বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকায় এখন উৎপাদন কম হচ্ছে। তবে কেন্দ্রগুলো উৎপাদনে ফিরে এলে গ্যাস উৎপাদন হবে ১৯৫ কোটি ঘনফুট। সে সঙ্গে আইওসিগুলোর ক্ষেত্রেও উৎপাদন বেড়ে ১০০ কোটি ঘনফুট ছাড়িয়ে যাবে। জটিলতায় নাইকো পরিচালিত ফেনী গ্যাসক্ষেত্রে এখন উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

এখনও যেসব ব্লকে খুঁজে দেখা হয়নি : স্থলভাগের যেসব ব্লকে এখনও তেল- গ্যাস অনুসন্ধান চালানো হয়নি সেগুলো হলো- ১, ২- এ, ২- বি, ৩- এ, ৩- বি, ৪- এ, ৪- বি, ৬- এ, ৬- বি, ১৫- এ, ১৫- বি, ২২- এ, ২২- বি, ২২- সি এবং ২৩ নম্বর ব্লক। একইভাবে বঙ্গোপসাগরের হাতেগোনা কয়েকটি বাদে বেশিরভাগ ব্লকে অনুসন্ধান চালানো হয়নি। পার্বত্য এলাকার ২২ নম্বর ব্লকে ৫১৫ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক (টু- ডি) জরিপ চালিয়ে সম্ভাবনাময় গ্যাসাধার পাওয়া গেছে। একই ভাবে স্থলভাগে একাধিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালানো হয়েছে। সে অনুযায়ী দেশের স্থলভাগের অনেক ব্লকে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়েছে।

নতুন করে যেসব ব্লকের বিডিংয়ের চিন্তা : সাগরে তিন ব্লক পিএসসির অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে একটি অনিশ্চিত। অন্য দুটি ডিসেম্বরের মধ্যেই হওয়ার কথা। তবে এগুলোর অনুসন্ধান শেষ করে লাভজনক গ্যাস স্তরের সন্ধান মিললেও উৎপাদন করতে কমপক্ষে ৫ বছর সময় লেগে যাবে। আর্থিক ও কারিগরি সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাপেক্স এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। এ যুক্তিতে পেট্রোবাংলা চাচ্ছে সাগরের পাশাপাশি স্থলভাগের ফেলে রাখা ব্লকগুলোতে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে দিয়ে অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালানোর। যেসব ব্লকের জন্য দরপত্র আহ্বানের কথা পেট্রোবাংলা ভাবছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থলভাগের ১০, ১৫, ২২- এ, ২২- বি, ২২- সি, ৪- বি এবং বর্তমান ৫ নম্বর ব্লকের উত্তরাংশ। দরপত্র আহ্বানের আগে রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি ৫ নম্বর ব্লকের ওই অংশ নিয়ে আলাদা একটি ব্লক করতে চায়। সাগরের ব্লকগুলোর মধ্যে ১৭, ১৮সহ ৪- ৫টি ব্লকের জন্য দরপত্র আহ্বানে আগ্রহী পেট্রোবাংলা।

গ্যাস রফতানির সুযোগ থাকছে না : স্থলভাগ ও সাগরের কয়েকটি ব্লকে তেল- গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য পিএসসির অধীনে আগামী বছরের শুরুতে যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে, সেখানে কোনোভাবেই গ্যাস রফতানির সুযোগ রাখা হবে না। এ ব্যাপারে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান বলেছেন, অতীতের পিএসসিগুলোতে কোনো ত্রুটি থাকলে সে অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রেখে এবারের পিএসসি করা হবে না। পিএসসিতে জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ht t p: / / www. samakal . com bd/ det ai l s. php?news=13&act i on=mai n&opt i on=si ngl e&news_i d=111820&pub_no=526